মূল শব্দাবলীঃ
শিক্ষা
নির্দেশনা
কাজের পদ্ধতি
বোঝা

Majlis Ugama Islam Singapura

Friday Sermon

4 September 2026 / 22 Rabiulawal 1448H

নববী নির্দেশনা: চিন্তাশীল মন গঠন ও প্রজ্ঞার লালন

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ ٱللَّهِ، ٱتَّقُوا ٱللَّهَ. قَالَ تَعَالَى فِي التَّنْزِيل: يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ.

প্রিয় ভাইয়েরা,

আসুন, আমরা সকলেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি যথাযথ তাকওয়া অবলম্বন করি। তাঁর সকল আদেশ-নির্দেশ আন্তরিকতার সঙ্গে পালন করি এবং তিনি যেসব কাজ নিষিদ্ধ করেছেন, সেগুলো থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকি।

আমরা যেন আল্লাহর আনুগত্য ও তাকওয়ার মাধ্যমে এই দুনিয়ায় শান্তি, সুখ ও কল্যাণ লাভ করতে পারি এবং আখিরাতেও চিরস্থায়ী সফলতা ও নেয়ামত অর্জন করতে পারি।

আমীন, ইয়া রাব্বাল 'আলামীন।

সম্মানিত মুসল্লিবৃন্দ,

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে একজন আদর্শ শিক্ষক হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছিল—যিনি জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও মমতার মাধ্যমে সমগ্র মানবজাতিকে সঠিক পথের দিশা দেখিয়েছেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সূরা আল-জুমু'আহ-এর ২ নম্বর আয়াতে ইরশাদ করেনড়

هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلْأُمِّيِّـۧنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٢﴾

অর্থঃ *তিনিই নিরক্ষরদের মাঝে পাঠিয়েছেন তাদেরই মধ্য থেকে একজন রসূল, যিনি তাদের কাছে আবৃত্তি করেন তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত (প্রজ্ঞা), যদিও ইতিপূর্বে তারা ছিল স্পষ্ট গুমরাহীর (ভ্রান্তিতে) নিমজ্জিত।*

প্রিয় ভাইয়েরা,

নবীজি (সাঃ) এমন এক অনন্য শিক্ষাব্যবস্থার সূচনা করেছিলেন, যা মানুষের মেধা ও চিন্তাশক্তির বিকাশের পাশাপাশি তার চরিত্রও গঠন করেছিল। আজকের এই যুগে, যখন তথ্যের প্রাচুর্য এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) আমাদের সামনে অগণিত তথ্যের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে, তখন আমাদের চ্যালেঞ্জ কেবল তথ্যের নাগাল পাওয়া নয়। বরং প্রকৃত চ্যালেঞ্জ হলো—এমন বিচক্ষণ ও বিশ্লেষণী মন গড়ে তোলা, যা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করতে পারে এবং ন্যায়নিষ্ঠা ও প্রজ্ঞার সঙ্গে কোনো বিষয়কে মূল্যায়ন করতে পারে।

এ কারণেই নববী শিক্ষাদর্শন—অর্থাৎ তাঁর শিক্ষাদান ও পথনির্দেশের পদ্ধতি—পুনরায় আমাদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা অত্যন্ত জরুরি। আর এই দায়িত্ব শুধু শিক্ষকদের নয়; বরং মা-বাবা এবং আমাদের

সমাজের প্রত্যেক অভিভাবক, পরামর্শদাতা ও পথপ্রদর্শকেরও রয়েছে। তাহলে এই নববী শিক্ষাদর্শনের কিছু বৈশিষ্ট্য কী?

প্রথমত: রাসূলুল্লাহ (সাঃ) চিন্তাশীল ও বিশ্লেষণী মন গড়ে তুলতেন

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মানুষের বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তিকে জাগ্রত করার মাধ্যমে শিক্ষা দিতেন। ইমাম মুসলিম বর্ণিত একটি হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবিদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, যার অর্থ: "তোমরা কি জানো, প্রকৃতপক্ষে নিঃস্ব বা দেউলিয়া ব্যক্তি কে?"

সাহাবিগণ উত্তরে বললেন, যে ব্যক্তির কোনো সম্পদ নেই, সেই হলো নিঃস্ব ব্যক্তি। তখন নবীজি (সা) তাঁদের ধারণাটি সংশোধন করে বুঝিয়ে দিলেন যে, প্রকৃত নিঃস্ব ব্যক্তি সে, যে কিয়ামতের দিন বিপুল পরিমাণ সৎকর্ম নিয়ে উপস্থিত হবে; কিন্তু অন্যের প্রতি সে যে অন্যায় করেছে, তার ক্ষতিপূরণ হিসেবে তার সেই নেক আমলগুলো একে একে অন্যদের দিয়ে দিতে হবে। শেষ পর্যন্ত তার নেক আমল নিঃশেষ হয়ে যাবে।

এই শিক্ষাদান পদ্ধতির মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ আমাদের শেখান—কোনো বিষয়ের বাহ্যিক রূপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে গভীরভাবে চিন্তা করতে, বিশ্লেষণ করতে এবং কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার আগে তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা ও উপলব্ধি করতে।

দ্বিতীয়ত: শিক্ষার্থীর উপলব্ধির স্তর অনুযায়ী শিক্ষা প্রদান

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মানুষের বোঝার সক্ষমতা ও উপলব্ধির স্তর অনুযায়ী ধীরে ধীরে তাঁদের পথনির্দেশ করতেন এবং একইভাবে তাঁর সাহাবিদেরও শিক্ষা দিতেন। ইমাম আল-বুখারি বর্ণিত একটি হাদিসে সাইয়্যিদিনা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু উপদেশ দিয়েছেন, যার অর্থ: "মানুষের সঙ্গে এমনভাবে কথা বলো, যাতে তারা তা বুঝতে সক্ষম হয়।"

সত্য ও দ্বীনের শিক্ষা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রেও প্রয়োজন ধৈর্য, ধীরে ধীরে এগিয়ে যাওয়ার পদ্ধতি এবং এমন হৃদয়স্পর্শী ভাষা, যা মানুষের অন্তরকে স্পর্শ করে—জবরদস্তি বা কঠোরতা নয়।

তৃতীয়ত: রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মানুষের হৃদয় স্পর্শ করতেন

কার্যকর শিক্ষা শুরু হয় এমন হৃদয় থেকে, যার সঙ্গে শিক্ষার্থীর হৃদয়ের একটি আন্তরিক সংযোগ গড়ে ওঠে। সাইয়্যিদিনা মু'আয ইবনু জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর হাত ধরে বলেছিলেন, যার অর্থ: "হে মু'আয! আল্লাহর কসম, আমি সত্যিই তোমাকে ভালোবাসি।" (আবু দাউদ)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে উপদেশ দেওয়ার আগে তাঁর প্রতি নিজের ভালোবাসা প্রকাশ করেছিলেন। আমরা যাদের পথনির্দেশ করি, তারা যখন নিজেদেরকে মূল্যবান, ভালোবাসা ও যত্নের যোগ্য এবং কোনো ধরনের পক্ষপাত বা পূর্বধারণা থেকে মুক্ত মনে করি, তখন তারা উপদেশ গ্রহণে আরও আগ্রহী হয় এবং উন্মুক্ত হৃদয়ে শিক্ষা ও দিকনির্দেশনা গ্রহণ করতে পারে।

প্রিয় মুসল্লিবৃন্দ,

শিক্ষাদানের দায়িত্ব কেবল বিদ্যালয় বা শ্রেণিকক্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এটি এমন এক আমানত ও দায়িত্ব, যা আমাদের প্রত্যেকের ওপর অর্পিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর মহান আদর্শ ও দৃষ্টান্তকে সামনে রেখে আসুন, আমরা প্রজ্ঞা, মমতা এবং সর্বোত্তম পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করি।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের পরিবার ও সমাজকে সঠিকভাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রজ্ঞা দান করুন। তিনি যেন দুনিয়া ও আখিরাতে আমাদের সকল শিক্ষক ও শিক্ষাবিদদের ওপর তাঁর অশেষ রহমত বর্ষণ করেন।

আমীন, ইয়া রাব্বাল ‘আলামীন।

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم.

Second Sermon

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنهُم وَالأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا البَلَاءَ وَالوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ البُلْدَانِ عَامَّةً، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ فِي غَزَّة وَفِي فِلِسْطِينَ وَفِيْ كُلِّ مَكَانٍ

عَامَّةً، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.